দক্ষিণাঞ্চলে ডিজেল ও সার সংকট অতিক্রম করে রেকর্ড পরিমাণ ইরি-বোরো আবাদ

নাছিম উল আলম

সারের অগ্নিমূল্যের সাথে বিদ্যুৎ সংকট ও ডিজেলের ওপর প্রতিশ্রুত ভর্তুকি না পারার পরেও দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ১১টি জেলায় রেকর্ড পরিমাণ জমিতে ইরি-বোরার আবাদ সম্পন্ন হয়েছে। সিডরবিধ্বস্ত দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকরা নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে সর্বোচ্চ পরিমাণ জমিতে ইরি-বোরোর আবাদ সম্পন্ন করেছেন। প্রায় সাড়ে ১৪ লাখ টন চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে চলতি মৌসুমে ফরিদপুর থেকে বরিশাল হয়ে বরগুনা পর্যন্ত ১১টি জেলায় এবার ৩.৬০ লাখ হেক্টর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রায় ৩.৭৯ লাখ হেক্টর জমিতে ইরি-বোরোর আবাদ সম্পন্ন করেছেন কৃষকরা। এর মধ্যে চলতি মৌসুমেই প্রথমবারের মতো দক্ষিণাঞ্চলে প্রায় ৫৫ হাজার হেক্টর জমিতে হাইব্রীড ধানও আবাদ হয়েছে। এছাড়াও উচ্চ ফলনশীল প্রায় ২.৯৯ লাখ ও স্থানীয় জাতের ধান আবাদ হয়েছে আরো প্রায় ২৫ সহস্রাধিক হেক্টর জমিতে। গত ১৫ নভেম্বরের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের চাষীরা মাঠের ফসল আর ঘরবাড়ী হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন। তাদের পরনে যেমনি কাপড় ছিল না তেমনি পেটেও ভাত ছিল না। জমির ফসলও কেড়ে নিয়েছিল ঘূর্ণিঝড় সিডর। খাদ্যউদ্বৃত্ত দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় ৮ লাখ টন খাদ্যশস্য বিনষ্ট হয় এ সিডরের তাণ্ডবে। এ অবস্থায় সরকারী কৃষি পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নও বিলম্বিত হয়ে পড়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্বের পাশাপাশি নানা আনুষ্ঠানিকতা ও নিয়মের বেড়াজালে। ফলে এবার প্রায় ১.২৫ লাখ হেক্টরে হাইব্রীড ধান আবাদের লক্ষ্যমাত্রা স্থির থাকলেও প্রকৃত আবাদ হয়েছে ৫৫ হাজার হেক্টরের মতো। এর মূল কারণ ছিল সময়মত কৃষকদের কাছে হাইব্রীড জাতের বীজ পৌঁছে না দেয়া। এসব অতিস্পর্শকাতর জাতের ধান ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৫ জানুয়ারীর মধ্যে রোপণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ব্যতিক্রম হলে ১৫ মার্চের পরে এসব ধানের গাছে থোর আসার সময় তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে তা চিটা হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। কিন্তু সরকারী কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচীর আওতায় চাষীরা সময়মতো এসব হাইব্রীড ধানের বীজ না পাওয়ায় বীজতলা তৈরী করে রোপণ করতে পারেনি। তবে সরকারী তরফ থেকে কিছু সারসহ অন্যান্য সহায়তা কার্যক্রম চাষীদের যথেষ্ট সহায়ক হলেও সেচাবাদে ডিজেলের ওপর প্রতিশ্রুত ভর্তুকি প্রদানের বিষয়টি এখনো কার্যকর না হওয়ায় সেচ দিতে যথেষ্ট কষ্ট করতে হচ্ছে চাষীদের। দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় ১০ লাখ চাষী এবারও ইরি-বোরো আবাদ করেছে, তার প্রায় ৮৫ ভাগই ডিজেলনির্ভর সেচ যন্ত্রের সাহায্যে। কিন্তু সেচাবাদে ব্যবহৃত বিদ্যুতের ওপর আরো প্রায় ৭ বছর অগে থেকেই ২০% ভর্তুকি প্রদান করা হলেও ডিজেলে সেচ ব্যয় বেশী হওয়ার পরেও কোন ভর্তুকি প্রদান এখনো কার্যকর হয়নি। বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক কালক্ষেপণের পরে সম্প্রতি সেচকাজে ডিজেল ব্যবহারকারী কৃষকদের তালিকা প্রস্তুতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি টিএসপি এবং এমওপি সারের সরবরাহ সংকটের পাশাপাশি এর দরও গত বছরের প্রায় দ্বিগুণ। এমনকি কোন কোন জেলায় এসব সার ৪০ থেকে ৪৫ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। সরবরাহ ঘাটতিও মৌসুম জুড়েই। ইউরিয়াও গত বছরের চেয়ে কেজি প্রতি ১ টাকা থেকে দেড় টাকা পর্যন্ত বেশী দরে বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু এতসব প্রতিকূলতায়ও কৃষকদের উদ্যমে ভাটা পড়েনি। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর ইরি-বোরো আবাদে প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন করে বৃদ্ধি করার পরেও তা অতিক্রম করেছে দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকরা। কিন্তু গত ১৫ মার্চ আবাদের শেষদিনে দক্ষিণাঞ্চলের ১১টি জেলায় ৩ লাখ ৭৮,৭২৮ হেক্টর জমিতে ইরি-বোরো আবাদের কথা জানিয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর। দক্ষিণাঞ্চলে যেসব উফসী জাতের ইরি-বোরো আবাদ করা হচ্ছে, তার বেশীরভাগই ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত 'ব্রি-২৮' ও 'ব্রি-২৯' জাতের ধান। এবারই দক্ষিণাঞ্চলসহ সারাদেশে ব্যাপকভাবে হাইব্রীড ধানের আবাদ হয়েছে। তবে এসব কিছুর পরেও উফসী জাতের ইরি-বোরো ধান আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ২.১১ লাখ হেক্টরের স্থলে ২.৯৮ লাখ হেক্টরে উন্নীত হওয়ায় উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রাও অতিক্রম করবে বলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতের দায়িত্বশীল সূত্রে বলা হয়েছে। তবে আগামী অন্তত দুটি মাস দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় ৩.৭৯ লাখ হেক্টর জমিতে সেচ কাজে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও ডিজেল

সরবরাহের পাশাপাশি কালবৈশাখীমুক্ত অনুকূল আবহাওয়া অব্যাহত থাকলে চলতি ইরি-বোরো মৌসুমে সর্বকালের রেকর্ড পরিমাণ ধান উৎপাদনের মাধ্যমে প্রায় ১৪ লাখ টন চাল পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করছেন কৃষি বিশেষজ্ঞগণ।

সেচ সংকটে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি

যশোর অঞ্চলের বোরো চাষীরা উদ্বিগ্ন

মিজানুর রহমান তোতা

সারের পর এখন সেচ সংকট শুরু হয়েছে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাচ্ছে দ্রুত। ভূপৃষ্টে পানি সংকট তীব্র। এর মাঝে মাত্রাতিরিক্ত খরচ করে চলতি বোরো আবাদ করতে গিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১০ জেলার সাধারণ কৃষক হিমশিম খাচ্ছে। এমনিতেই সাধারণ কৃষকরা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক হওয়ায় সংসার চালাচ্ছে টানাপড়েনের মধ্যে। তার ওপর এত খরচ করে উৎপাদন খরচ ঘরে ঠিকমতো তুলতে পারবে কিনা তা নিয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়েছে তারা। মাঠ পর্যায়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এবারই প্রথম বোরো আবাদে বিঘাপ্রতি ১০ সহস্রাধিক টাকা আবাদ খরচ পড়ছে। তাতে উৎপাদন খরচ উঠলেও জমি ব্যবহারের মূল্য ও কৃষকদের শ্রম যোগ করা হলে লোকসানের পাল্লা ভারী হওয়ার আশংকা করা হচ্ছে। এর সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ নানা কারণে আবাদ ও উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকাও থেকে যাচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১০ জেলায় মোট ৪ লাখ ৮৬ হাজার ৪শ’ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদের সরকারী লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়। এর মধ্যে রয়েছে হাইব্রিড জাতের ১ লাখ ৪৮ হাজার ৫শ’ হেক্টর, উফসী জাতের ৩ লাখ ৩২ হাজার ৪৪৫ হেক্টর ও স্থানীয় জাতের ৫ হাজার ৪৫৫ হেক্টর। সরকারী লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও অনেক বেশী জমিতে বোরো আবাদ হয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে। তবে এবারই প্রথম সরকারীভাবে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে বেশী জমিতে হাইব্রিড জাতের বোরো ধান আবাদ করা হচ্ছে। তা নিয়েও কৃষকদের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। কারণ এই জাত আবাদের সাথে সাধারণ কৃষকরা খুব একটা পরিচিত নয়। তাছাড়া খরচ বেশী পড়ছে। সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখতে গিয়ে কৃষকরা অন্যান্য কাজকর্ম করতে পারছে না। সবমিলিয়ে ‘সব ভালো যার শেষ ভালো তার’ অবস্থার মধ্যে আছে গোটা অঞ্চলের বোরো চাষীরা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ১০ জেলার অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ মেছের আলী আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন, সমস্যা ও সংকট কেটে গেছে, আবাদ পরিস্থিতি ভালো। আশানুরূপ ফলন পাবে কৃষকরা। তবে আবাদ ও উৎপাদন খরচ অনেক বেশীর কথা তিনি স্বীকার করেন। মাঠপর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তা ও আদর্শ কৃষকরা জানিয়েছেন, বোরো আবাদে এবার খরচ অনেক বেশী পড়ছে। এমনিতেই সার সংকট আবাদ বাধাগ্রস্ত করেছে। এখন সংকট রয়েছে সেচের। সেচের মূল্য অতীতের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। যশোরের একজন আদর্শ কৃষক ইউসুফ আলী বোরো আবাদের বিস্তারিত খরচের তথ্য দিয়ে জানান, প্রতি বিঘা জমিতে এবার সেচ খরচ পড়ছে গড়ে ২ হাজার ৫শ’ টাকা। যা গত মৌসুমে ছিল সর্বোচ্চ দেড় হাজার টাকা। একইভাবে টিএসপি, এমওপি ও ডিএপি সারের মূল্য বেড়ে গেছে গত মৌসুমের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। বিশেষ করে হাইব্রিড আবাদ করতে গিয়ে সার ও সেচের অতিরিক্ত খরচ ছাড়াও বীজ ক্রয় ও বীজতলা তৈরী থেকে শুরু করে ধান পরিচর্যা, কীটনাশক প্রয়োগসহ সার্বিক আবাদ ও উৎপাদন খরচ বেশী পড়ছে। সূত্র মতে, বর্তমানে হাইব্রিড বোরো আবাদ করতে জমি ও বীজতলা তৈরী থেকে ধান কাটা ও মাড়াই পর্যন্ত প্রতি বিঘা জমিতে ১০ হাজার ২শ’ টাকা খরচ পড়ছে। এই খরচ করে বিঘাপ্রতি সর্বোচ্চ ২৫ মণ ধান উৎপাদন হলে লাভ হবে একেবারেই সামান্য। তার ওপর যদি কোন কারণে ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে মাঠে মারা যাবে কৃষকরা। সবচেয়ে বিপদের মধ্যে পড়েছে ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক এবং যারা জমি লিজ নিয়ে চাষাবাদ করছে তারা।

রাবি ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করতে নিষেধ করায় হামলা

রাবি সংবাদদাতা

বান্ধবীকে উত্ত্যক্ত করতে নিষেধ করায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী ছাত্রলীগ কর্মী ফুয়াদ হাসান মুরাদকে পিটিয়েছে উত্ত্যক্তকারীরা। গত সোমবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির পেছনে এ ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্মের প্রথম বর্ষের সৈয়দা আজাদী ইয়াসমীন যুথী নামের এক ছাত্রীক বেশ কয়েকদিন ধরেই মোবাইলে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে উত্ত্যক্ত করছিল ব্যবস্থাপনা ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী জহির। এ বিষয়টি যুথী তার বন্ধু মুরাদকে জানালে মুরাদ কয়েকদিন আগে জহিরকে যুথিকে উত্ত্যক্ত করতে নিষেধ করে। জহির এ সময় তার কার্যক্রমে কোন রকমের হস্তক্ষেপ না করার জন্য উল্টো মুরাদকে শাসায়। এ নিয়ে মুরাদ ও জহির ওইদিন বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত সোমবার দুপুরে জহির তার বন্ধু দেলোয়ার, জহির, আরিফসহ ১০-১২ জনকে সাথে নিয়ে লাইব্রেরির পেছনে মুরাদকে একা পেয়ে তার ওপর হামলা চালায়। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেষ্টা ফরিদুল ইসলাম মীমাংসার উদ্যোগ নিলেও জহিরকে আর পাওয়া যায়নি।

কোটি কোটি টাকা লগ্নি করে চরম বিপর্যয়ের মুখে চিংড়ি খাত

বাগেরহাট জেলা সংবাদদাতা

গত বছরের মত এ বছরও চিংড়ি রেণু আহরণে সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায় ও দরিদ্র প্রাকৃতিক রেণু আহরণকারী জেলেদের ধরপাকড় শুরু হওয়া এবং তাদের জীবন-জীবিকার একমাত্র অবলম্বন নেটজাল জব্দ করায় ঐ সব জেলেদের বেঁচে থাকার অবলম্বন যেমন হারাচ্ছে, তেমনি বাগেরহাট-ফকিরহাট-সাতক্ষীরা-খুলনা ও নড়াইলসহ উপকূলীয় অঞ্চলের চিংড়ি চাষীরাও পড়েছেন চরম সংকটে। কেননা, প্রাকৃতিক রেণু আহরণকারী জেলেদেরকে তারা লক্ষ লক্ষ টাকা আগাম বা দাদন দিয়েছেন, এখন রেণু না পেলে চিংড়ি ঘেরগুলো থাকবে শূন্য। মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হবে চিংড়ি চাষীরা। একেতো সিডরে লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল পুরো উপকূলীয় অঞ্চল, প্রাকৃতিক রেণু আহরণের মূল স্পটগুলো পুরো উপকূলীয় অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। যারা নেটজালে রেণু আহরণ করে, তাদের ভিতর শিশু-কিশোর-নারীপুরুষ সবাই আছে, তারা হতদরিদ্র, রেণু আহরণই তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। রেণু আহরণ বন্ধ হওয়ায় তারা এখন অনাহারের মুখোমুখি। সুন্দরবনাঞ্চলসহ পুরো উপকূলীয় অঞ্চল জুড়ে এখন বাজছে চরম হাহাকার ধ্বনি। আর চিংড়ি চাষীরা কাটাচ্ছেন নির্ঘুম রাত, কোথায় পাবেন রেণু? কিভাবে হবে চিংড়ি চাষ? এই খাতে তাদের আটকে গেছে কোটি কোটি টাকা। বাগেরহাট-ফকিরহাট-নড়াইল-গোপালগঞ্জ প্রভৃতি জেলাগুলোতে চিংড়ি ঘেরের সংখ্যা প্রায় ৮০ (আশি) লক্ষ। এই সব ঘেরের শ্রমিক সংখ্যা কমপক্ষে ১.৫ (দেড়) কোটি। এছাড়াও চিংড়ি ঘেরকেন্দ্রিক অন্যান্য দরিদ্র মানুষও চরম সংকটের মুখে পড়বে যদি ঘেরগুলো থাকে শূন্য। যেমন- (ক) ঘেরের চিংড়ির খাদ্য সরবরাহকারীরা, (খ) ভুসি বিক্রেতা, (গ) ফিডস মিলসের ব্যবসায়ীরা, (ঘ) চুন ব্যবসায়ীরা (ঙ) শামুক কুড়ানী দরিদ্র শিশু-কিশোররা, (চ) মাছের অসুখ নিবারণী ওষুধ বিক্রেতারা এবং অন্যান্য হাজার হাজার দরিদ্র মানুষ। সব মিলে রেণু আহরণ না হলে পুরো দক্ষিণবাংলা জুড়ে মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেবে। যার মারাত্মক প্রভাব পড়বে দেশের অর্থনীতির উপরেও। কেননা, এই চিংড়ি খাত থেকে আসে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা। অথচ, যে যুক্তিতে সিডর বিধ্বস্ত জনপদের বিপর্যস্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার একমাত্র অবলম্বন চিংড়ি রেণু আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা যুক্তিহীন। যে নেটজাল দিয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠী চিংড়ি রেণু আহরণ করে, তাতে অন্যান্য মাছের পোনা বা খোদ মাছেরই কোনো ক্ষতি করে না। এরা রেণু আহরণ করে নদীর কূল থেকে। রেণু ছাড়া অন্যান্য দু'পাঁচটা যা ধরা পড়ে তা হলো-কাঁকড়া, পোয়া মাছ, নুন্নিবেলে ইত্যাদি। তারপরেও রেণু আহরণকারীদের ব্যাপকভাবে সচেতন করেছেন উপকূলীয় চিংড়ি চাষীরা এবং বাংলাদেশ ওয়াইল্ড লাইফ ক্লাবের সদস্যারা যাতে তারা চিংড়ি রেণু রেখে অন্যান্য পোনা মাছ আবার ছেড়ে দেন পানিতে।

সীতাকুণ্ডে গম চাষে ব্যাপক সাফল্য কৃষকের মুখে হাসি

সৌমিত্র চক্রবর্তী

এবার চমকে দিল সীতাকুণ্ডের গম চাষীরাও। এতদিন সীতাকুণ্ডের কৃষি মানেই ধান, শিম, টমেটো, বরবটি, পেঁপে ইত্যাদি কয়েক প্রকার ফসলের যে গতানুগতিক ট্র্যাডিশন ছিল তা ভেঙ্গে দিয়ে গম চাষে ব্যাপক সাফল্য উপহার দিয়ে উপজেলার প্রায় ১৪'শ চাষী দেখিয়ে দিল আগ্রহ আর পরিশ্রমে এ মাটিতেই গম চাষে বিপ্লব ঘটতে পারে। উপজেলা কৃষি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, এ বছরই প্রথম উপজেলার কৃষিতথ্যের পরিসংখ্যানে স্থান পেয়েছে গম চাষ। একসাথে ১৪'শ চাষীর আবির্ভাব এবং তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে গম আজ উপজেলায় উৎপাদিত কৃষি পণ্যগুলোর মধ্যে সম্ভাবনাময় ফসলে পরিণত হয়েছে। কৃষি কর্মকর্তা গোলাম মোস্তফা বলেন, এতদিন এখানে উল্লেখ করার মত জমিতে গম চাষ হত না। চাষীরা ধান, শিম, টমেটো, পেঁপে, ঝিঙ্গে, করলা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি চাষ করত। সম্প্রতি খাদ্যশস্য হিসেবে চাউলের পাশাপাশি গমের ব্যাপক চাহিদা ও মূল্যবৃদ্ধির কারণেই চাষীরা গম চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তিনি আরো জানান, প্রায় ১৪'শ চাষী গম চাষ শুরু করলেও তারা প্রথম অবস্থায় অল্প অল্প জমিতে পরীক্ষামূলক চাষ শুরু করেছিল। ফসলও হয়েছে বেশ। কৃষি বিভাগ আশা করছে হেক্টর প্রতি ১ টন পর্যন্ত গম উৎপাদন হবে। উপজেলার সর্বত্রই কিছু কিছু গম চাষ হলেও তুলনামূলকভাবে বেশি চাষ হয়েছে ১নং সৈয়দপুর ও ২নং বারৈয়াঢালা ইউনিয়নে। সরেজমিনে সৈয়দপুরের বাঁকখালী, হাঁচুপাড়া, বারেয়াঢালা, বৈদ্যপুকুর, মহানগর প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরে দেখা যায় গমের বাম্পার ফলন। বাঁকখালীর চাষী সাকিবের জমিতে গিয়ে দেখা যায়, পাকা সোনার রঙের জমি ভর্তি গমের দখিনা হাওয়ায় মাথা ঝুঁকানো গমগুলো যেন নিজের পরিপূর্ণতার খুশিতে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে আর অন্য চাষীদের ডাকছে তাদের ছুঁয়ে যেতে। চাষী সাকিব জানায়, চালের পাশাপাশি গমের ব্যাপক চাহিদা হওয়ায় সে গম চাষে আগ্রহী হয়েছে। এবছর ৩২ শতক জমিতে গম চাষে তার ১৫কেজি গম বীজ, টিএসপি, ইউরিয়া সার, ঔষধ সব মিলিয়ে মাত্র ৫ হাজার টাকার মত খরচ পড়েছে। গম চাষের পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় কিছুটা সন্দেহের সাথে কাজ শুরু করলেও নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকে মার্চের ৩/৪ মাসের পরিশ্রম যে সার্থক হয়েছে তা গম দেখেই সে বোঝে। ফলে এ জমির ফসল থেকে খরচ বাদ দিলে দিগুণের বেশি লাভ হতে পারে বলে সে আশাবাদী। এখানকার অন্য এক চাষী ইকবাল হোসেন আক্ষেপের সুরে জানান, যদি জানতাম এমন ফসল হবে তাহলে মাত্র ২০ শতক জমিতে গম চাষ করতাম না। আগামী বছর আরো অনেকগুণ বেশি জমিতে গম চাষ করব। চাষীরা আরো জানায়, এলাকার জনৈক আবুল হোসেন প্রায় ৫০ শতক জমিতে গম চাষ করে ব্যাপক ফলনের কারণে অন্য চাষীদের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। একইভাবে গম চাষ করে ব্যাপক ফলন পেয়ে খুশি বারৈয়াঢালার লালানগরের চাষী খোরশেদ বলেন, দেখবেন আগামী মৌসুমে সীতাকুণ্ডে গম চাষের প্রতিযোগিতা শুরু হবে। তিনি আরো বলেন, এতদিন আমরা যেমন বুঝিনি এখানে গম চাষে এত সাফল্য আসতে পারে তেমনি বুঝতে পারেনি বেশিরভাগ কৃষকই। এদিকে সীতাকুণ্ডের গম চাষের ব্যাপক সাফল্য সম্পর্কে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা গোলাম মোস্তফা ইনকিলাবকে বলেন, যদি নভেম্বর-ডিসেম্বর যথাসময়ে গম চাষ করা হয় তাহলে এখানেও গমের ভালো ফলন হতেই পারে। তবে কেউ যদি পরবর্তীতে চাষ করে তবে উষ্ণতার কারণে সে চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। চাষীদের সাফল্য ও আগ্রহের কারণে বর্তমানের খাদ্যশস্য ঘাটতির এই সময়ে সীতাকুণ্ডের চাষীরা গম চাষে এই সাফল্য বয়ে আনায় তা দেশের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে বলে তিনি আশাবাদী।

১১ ইটভাটার জরিমানা

রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম) উপজেলা সংবাদদাতা

গত সোমবার রাঙ্গুনিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ আব্দুর রউফের নেতৃত্বে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট ১১টি ইটভাটা থেকে ১ লাখ ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, উপজেলার

দক্ষিণ রাজানগর, রাজানগর ও ইসলামপুর ইউনিয়নে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার অপরাধে পরিবেশ দূষণরোধ অধ্যাদেশ অনুযায়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সরেজমিন জরিমানার টাকা আদায় করেন। উল্লেখ্য, রাঙ্গুনিয়া উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মোট ৬৮টি ব্রিকফিল্ডের মধ্যে অধিকাংশ পরিবেশ পরিপন্থী।

কুমিল্লায় সুন্নী সম্মেলন

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সুন্নী মহাসম্মেলন ওয়াহিদীয়া সাবুরীয়া হাফজিয়া মাদ্রাসা কংগাই প্রাঙ্গণ চান্দিনা, কুমিল্লায় আজ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হবে। পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নী উদযাপন উপলক্ষে পীরে ত্বরীকত আল্লামা গাজী এম এ ওয়াহিদ সাবুরী পীর সাহেব কুমিল্লার সভাপতিত্বে সুন্নী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে প্রধান অতিথি থাকবেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসিরে কোরআন হযরত মাওলানা আঃ বাতেন মুজাহেদী, ভাষ্যকার ও মুফাসসির বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন ঢাকা, প্রধান বক্তা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসিরে কোরআন হযরত মাওলানা গাজী আব্দুল মান্নান জেহাদী কুমিল্লা। আরো বহু ওলামায়ে কেরাম তসরিফ আনবেন। অনুষ্ঠানে সবাই আমন্ত্রিত।

মখদুম শাহ দৌলার মাজার

শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) উপজেলা সংবাদদাতা

আজ ২৭ ও ২৮ মার্চ সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার মখদুমিয়া জামে মসজিদ ও মাজার শরীফ প্রাঙ্গণে দু'দিনব্যাপী হযরত মখদুম শাহ দৌলা শহীদ ইয়ামেনী (রঃ)-এর বাৎসরিক ওরশ অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে নির্মিত হচ্ছে দৃষ্টিনন্দন তোরণ। মাজার শরীফ এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে। ওরশ উপলক্ষে নানা কর্মসূচী নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইসলামী মহাসম্মেলন

তাড়াইল (কিশোরগঞ্জ) উপজেলা সংবাদদাতা

আজ বাদ আছর হতে মাওলানা আশরাফ উদ্দীন আহমাদের সভাপতিত্বে কিশোরগঞ্জে তাড়াইল উপজেলার চরতালজাঙ্গা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এতে বক্তব্য রাখবেন মুফাচ্ছিরে কোরআন মাওলানা শামছুল ইসলাম, মাওলানা আকরাম হোসেন, মাওলানা সৈয়দ আলী প্রমুখ।

কাপ্তাইয়ে পাহাড়ী-বাঙ্গালী ঐতিহ্যের স্বাধীনতা মেলা

কাপ্তাই (রাঙ্গামাটি) উপজেলা সংবাদদাতা

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কাপ্তাই উপজেলায় প্রথমবারের মতো বর্ণাঢ্যভাবে আয়োজিত পাহাড়ী-বাঙ্গালী ঐতিহ্য মেলাকে ঘিরে সমগ্র কাপ্তাই উপজেলা উৎসবের শহরে পরিণত হয়েছে। পার্বত্যাঞ্চলে বসবাসরত ভিন্ন ভাষাভাষী ও সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণে আয়োজিত এই স্বাধীনতা মেলায় চলছে পাহাড়ী-বাঙ্গালী ঐতিহ্যের জমজমাট আয়োজন। কাপ্তাই রিজিয়নের পৃষ্ঠপোষকতায় গত ১৭ মার্চ থেকে কাপ্তাই নতুন বাজার আনন্দমেলা মাঠে স্বাধীনতা দিবস পাহাড়ী-বাঙ্গালী ঐতিহ্য মেলা শুরু হয়। শুরু থেকেই এই মেলাকে ঘিরে পুরো উপজেলায় উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মেলায় হাজার হাজার পাহাড়ী-বাঙ্গালীর অংশগ্রহণে মেলা প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্যে পরিণত হয়। কাপ্তাই রিজিয়নের কাপ্তাই সেনা জোন (১২ বীর), ওয়াগ্গা জোনের বীরশ্রেষ্ঠের ব্যাটালিয়ন, জুরাছড়ি জোন ও বিলাইছড়ি জোনের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট জোন এলাকায় বসবাসকারী উপজাতীয় সম্প্রদায়ের বোম, পাংখুয়া, লুসাই, ত্রিপুরা, খিয়াং, তংচংগ্যা, চাকমা ও বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি

মেলায় প্রদর্শন করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন স্টলের মাধ্যমে উপজাতীয় ও বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের এই জমজমাট প্রদর্শনী দেখতে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা থেকে ছুটে আসছে হাজার হাজার দর্শনার্থী। মেলা আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ সদস্য অংশুছাইন চৌধুরী জানান, মেলায় প্রতিদিন ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বিষয় প্রদর্শনীর পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হচ্ছে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ব্যান্ড শো, মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা, যাত্রাপালা। এছাড়া মেলায় চন্দ্রঘোনা খ্রিস্টিয়ান হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জনস্বাস্থ্য, নিরাপদ মাতৃত্ব, এইচআইভি এইডসবিরোধী সচেতনতামূলক পথ নাটক, স্লাইড শো প্রদর্শন ও বিভিন্ন প্রচারপত্র বিনামূল্যে বিতরণ করছে। কাপ্তাই পাল্পউড বাগান বিভাগ মেলায় তাদের আগর বনায়ন কার্যক্রম, বনজ সম্পদ রক্ষা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম চালাচ্ছে। মেলার বিভিন্ন স্টলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিপুল সমাহার পাহাড়ী-বাঙ্গালীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। মেলা আয়োজক কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক প্রকৌশলী থোয়াইচিং মারমা জানান, কাপ্তাইয়ে প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই মেলা সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় বসবাসকারী উপজাতীয়দের নিয়ে মেলা হওয়ায় সাধারণ মানুষ তাদের সম্পর্কে জানতে পারছে। মেলা পরিদর্শনে আসা রিমু তংচংগ্যা, পিংকি চাকমা, আফরিন আহমেদসহ আরো অনেকে জানান, কাপ্তাইয়ের এই ঐতিহ্য মেলা পাহাড়ী-বাঙ্গালীর অপূর্ব মেলবন্ধনে পরিণত হয়েছে। এখানে এসেই মনে হচ্ছে পার্বত্যাঞ্চলে বসবাসকারী পাহাড়ী-বাঙ্গালী একই সুতোয় গাঁথা।

সাতকানিয়ার জামায়াত শিবিরের ১১ ক্যাডার কারাগারে

চট্টগ্রাম ব্যুরো

পৃথক দু'টি চাঁদাবাজির মামলায় সাতকানিয়া উপজেলা জামায়াত ও শিবিরের ১১ নেতা ও ক্যাডারকে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে আদালত। গত মঙ্গলবার তারা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল্লা আল মামুনের আদালতে আত্মসমর্পণ করলে আদালত জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে তাদের জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন। এদের মধ্যে উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারিসহ দু'জন ইউপি চেয়ারম্যানও রয়েছে। চাঁদাবাজির দু'টি মামলায় গত সপ্তাহে সাতকানিয়া থানা পুলিশ একটিতে ১৬ জন এবং অপরটিতে আরো ৪ জনসহ ২০ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে। গতকাল চার্জশিট গ্রহণের দিনে ২ মামলার ১১ জন আসামী আদালতে হাজির হয়। এরা হলো উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ও কাঞ্চনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোজাফফর আহমদ, মাদার্শা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন জামায়াতের সভাপতি ফরিদুল আলম, শিবির ক্যাডার নেজাম উদ্দিন, উসমান গণি, মকবুল আহমদ, আফসার উদ্দিন, আহমদ মিয়া, নুরুল আলম, জাফরউল্লাহ, আবদুল আউয়াল ও শামসুল আলম। এ মামলার প্রধান আসামী সাবেক এমপি শাহজাহান চৌধুরী ও ডাঃ নুরুল হক ইতিপূর্বে গ্রেফতার হন।

সাংবাদিক রবি আরমানের মৃত্যুতে ফটিকছড়িতে শোকসভা

ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) উপজেলা সংবাদদাতা

দৈনিক ইনকিলাবের মফস্বল সম্পাদক ও দেশবরেণ্য সাংবাদিক রবি আরমানের আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে ফটিকছড়ি প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে এক শোকসভা গত শনিবার বিকালে থানা গেইটস্থ হাজী ইদ্রিছ মার্কেটের অস্থায়ী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা বলেন, মরহুম সাংবাদিক রবি আরমানের অকাল মৃত্যুতে দেশবাসী মফস্বল জগৎপ্রেমী সাংবাদিকতার পথিকৃৎকে হারিয়ে ফেলেছে। তারা তার অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ এবং তার শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

কমলগঞ্জে আট বছরের শিশু হত্যা ঃ ঘাতকের আত্মসমর্পণ

কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার) উপজেলা সংবাদদাতা

মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার উবাহাটা গ্রামে পারিবারিক বিরোধের জের হিসেবে আট বছরের ভাতিজাকে নির্মমভাবে খুন করেছে তারই আপন চাচা। ভাতিজাকে খুন করার পর খুনী চাচা নিজেই মৌলভীবাজার আদালতে আত্মসমর্পণ করেছে। এ ঘটনাটি ঘটেছে গত মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টায়। কমলগঞ্জ থানা সূত্রে জানা যায়, পারিবারিক বিরোধের জের ধরে কমলগঞ্জ সদর ইউনিয়নের বাদে উবাহাটা গ্রামের আবু আলীস সাথে একই বাড়ির চাঁন মিয়ার পারিবারিক বিরোধ ছিল। এই বিরোধের জের ধরে গত ২৫ মার্চ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টায় মক্তবে যাবার পথে চাঁন মিয়া (৪৫) আবু আলীর ৮ বছরের শিশু সন্তান তাজু মিয়াকে ধারালো দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে।

জোড়া খুনের আসামী গ্রেফতার

ফরিদপুর জেলা সংবাদদাতা

ফরিদপুরে চাঞ্চল্যকর জোড়া খুনের মামলার তালিকাভুক্ত আসামী আইনউদ্দিন মোল্লাকে (৩৮) গ্রেফতার করেছে কোতোয়ালী থানা পুলিশ। থানা সূত্রে জানা যায়, ফরিদপুরের কোতোয়ালী থানাধীন নিউমার্কেটের ২ জন নৈশপ্রহরীকে বিগত ৬ মাস পূর্বে হত্যা করা হয়।

মরা মুরগী উদ্ধার

রাউজান (চট্টগ্রাম) উপজেলা সংবাদদাতা

চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কে রাউজান এলাকায় রাতের আঁধারে কে বা কারা ৫৫ বস্তা মরা মুরগী ফেলে গেছে। গত মঙ্গলবার সকালে পুলিশ এসব মরা মুরগী উদ্ধার করে মাটিচাপা দিয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে কোন খামারে বার্ডফ্লু আক্রান্ত হয়ে এসব মুরগী মারা যায়।

শুকরের আক্রমণে আহত ৩

শরণখোলা (বাগেরহাট) উপজেলা সংবাদদাতা

সুন্দরবনের বন্য শুকরের আক্রমণে শরণখোলার পল্লীতে ৩ জন আহত হয়েছে। এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার রাতে দুটি বন্য শুকর বন থেকে প্রায় ১০ কিঃমিটার দূরে উপজেলার মঠেরপাড় গ্রামে চলে আসে। গত মঙ্গলবার সকালে একই গ্রামের খলিফা বাড়ীর বাগানে লোকজন কাজ করতে গেলে নবাব শাহ (৪৫), অপু (১২) ও আনোয়ার খলিফাকে (৩৫) শুকর দুটি আক্রমণ করে গুরুতর আহত করে।

বগুড়ায় ২ জনের যাবজ্জীবন

মাহফুজ মণ্ডল

বগুড়ার সোনাতলার সুলতানা খাতুন নামে এক ষোড়শীকে অপহরণ করে হত্যার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় দু'জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। গত রোববার বগুড়ার জেলা ও দায়রা জজ আদালত নং-৩-এর বিচারক মোহাম্মদ গাজী রহমান এই দণ্ডাদেশ দেন। দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীরা হলো জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার দাড়িদহ ইউনিয়নের মহাবালা গ্রামের সাইবক্সের ছেলে রফিকুল ইসলাম ও সোনাতলা উপজেলার পুগলিয়া গ্রামের জোবেদ আলীর ছেলে মোঃ আলম। এই মামলায় অপর দুই আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাদের দুইজনকে খালাস দিয়েছেন।

জাল ফেলা নিয়ে সংঘর্ষ আহত ৫

বেতাগী (বরগুনা) উপজেলা সংবাদদদাতা

বেতাগী-বিষখালী নদীতে জাল ফেলা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে ৫ জন জেলে আহত হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ২২ মার্চ মোকামিয়া ইউনিয়নের মোঃ আউয়াল (৫০) ও তার ছেলে বেলায়েত (২৫) নদীতে

জাল যায়। এ সময় একই বাড়ীর ফোরকান রফিক বাবুল খোকনও জাল ফেলতে গেলে দু'পক্ষের মধ্যে কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে উভয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষে উভয়পক্ষের ৫ জন আহত হয়। আহতরা বেতাগী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত থানায় মামলা হয়নি।

সোহাগপুরে বিধবা পল্লী প্রকল্প উদ্বোধন

শেরপুর জেলা সংবাদদাতা

১৯৭১-এর গণহত্যার শিকার নালিতাবাড়ী উপজেলার শহীদ পরিবারগুলোর জন্য গত মঙ্গলবার সেনাবাহিনীর ১৯ পদাতিক ডিভিশনের তত্ত্বাবধানে সোহাগপুর বিধবা পল্লী পুনর্বাসন প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়। ঘাটাইল সেনাবাহিনীর এরিয়া কমান্ডার ও ১৯ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল এ কে এম মুজাহিদ উদ্দিন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রকল্পটির উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, স্বাধীনতার ৩৬ বছরেও শহীদ পরিবারকে খুঁজে বের করতে না পারা জাতি হিসেবে লজ্জার। তবে আজ তাদের জন্য কিছু করতে পেরে আমরা গর্বিত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ৩০৯ ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু মুসা শারফউদ্দিন, জেলা প্রশাসক সামছুন্নাহার বেগম, যৌথবাহিনীর কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল তৌহিদুল হক, ইউএনও জহিরুল ইসলাম, ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কাশেম ও বিধবা করফুলি বেওয়া বক্তব্য রাখেন।

পটিয়ায় খাদ্যে বিষক্রিয়া ১৭ শ্রমিক হাসপাতালে

পটিয়া (চট্টগ্রাম) উপজেলা সংবাদদাতা

পটিয়ায় গত মঙ্গলবার দুপুরে বিষাক্ত খাদ্য খেয়ে ১৭ মাটি কাটার শ্রমিককে মুমূর্ষু অবস্থায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। গুরুতর অসুস্থ শ্রমিকদের সকলের বাড়ী বাঁশখালী উপজেলায় বলে জানা গেছে। খাদ্যে বিষক্রিয়ার এ ঘটনাটি ঘটে উপজেলার বড়লিয়া ইউনিয়নের পূর্ব বড়লিয়া জামে মসজিদ পুকুরে। প্রত্যক্ষদর্শী ও বড়লিয়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সৈয়দ নাছির উদ্দীন জানিয়েছেন, অসুস্থ শ্রমিকরা এ সময় বড়লিয়া জামে মসজিদের পুকুর খননের কাজ করছিল। সকালে তারা কিছুক্ষণ মাটি কাটার পর শ্রমিকরা সকালের পান্তাভাত খায়। খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণ এখনো জানা যায়নি।

খাগড়াছড়ি আইন কলেজ সমস্যায় জর্জরিত

খাগড়াছড়ি জেলা সংবাদদাতা

পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র আইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খাগড়াছড়ি ল' কলেজ নানা সমস্যায় জোড়াতালি দিয়ে চলছে। আবাসন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও ভূমি সমস্যা নিয়েই দীর্ঘ অর্ধযুগ অতিক্রম করেছে কলেজটি। স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থাগুলো একটু সুনজর দিলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ল' কলেজটি ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে রূপ নিতে পারে। জেলা সদরের কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তির আপ্রাণ প্রচেষ্টায় ২০০১ সালে খাগড়াছড়ি ল' কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই শতাধীক ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ২০০২-০৩ শিক্ষাবর্ষে কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে জেলা সদরে মহাজনপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নৈশকালীন ক্লাস চালু হলেও কর্তৃপক্ষের চাপে পরবর্তীতে শান্তিনগর মোড়ে খাগড়াছড়ি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের পুরাতন কাঁচা ভবনে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত এ কলেজটি বর্তমানে নানা সমস্যার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। বিদ্যুৎ আবাসন, বিশুদ্ধ পানীয়জল, পয়ঃনিষ্কাশন, ফার্নিচার, কর্মাচরী স্বল্পতাসহ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত এ আইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ২০ শতক জায়গার উপর নির্মিত। সংস্কারবিহীন টিনশেড ভবনে একটি অডিটোরিয়াম রুম ও দুইটি ছোট ছোট রুম নিয়ে কলেজের সার্বিক কার্যক্রম চলছে। ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় জায়গা সংকুলান হচ্ছে না। ল' কলেজের অধ্যক্ষ এডভোকেট খুরশিদ আলম জানান, জানা গেছে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের নামে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল থাকায় ল' কলেজের নামে বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নতুন কোন সংযোগ দিচ্ছে না। বিদ্যুৎ, মোমবাতি ও কেরোসিন বাতি

দিয়েই চলছে পাঠদানের কাজ। কলেজ ক্যাম্পাসে নেই বিশুদ্ধ পানীয়জল ও পয়ঃনিষ্কাশনের সু-ব্যবস্থা। কম্পিউটার, ফার্নিচার ও আনুষঙ্গিক অনেক কিছুই নেই। মাত্র ৩৫টি চেয়ার-টেবিল দিয়েই চলছে কলেজের কার্যক্রম। এছাড়া রয়েছে কর্মচারী স্বল্পতা।

আশাশুনিতে অগ্নিকাণ্ড

আশাশুনি (সাক্ষীরা) উপজেলা সংবাদদাতা

গতকাল ভোর রাতে আশাশুনি উপজেলার বড়দল বাজারে ১৩টি দোকানে অগ্নিকাণ্ডে ১০ লক্ষাধিক টাকার মালামাল পুড়ে গেছে। জানা গেছে, ২৪ মার্চ রাতে ব্যবসায়ীরা অন্যান্য দিনের ন্যায় বাড়ীতে চলে যায়। রাত সাড়ে ৩টার দিকে শামীম সরদারের ইলেকট্রনিক্সের দোকানে বৈদ্যুতিক শট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত।

ধামইরহাটে অগ্নিকাণ্ড

ধামইরহাট (নওগাঁ) উপজেলা সংবাদদাতা

ধামইরহাট উপজেলা সদরে চৌধুরী মার্কেটের মেসার্স শাকিব ইলেকট্রিক দোকানে ভয়াবহ এক অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৬ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। গত ২৪ মার্চ দিবাগত রাত ১১টায় বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

৪ ছিনতাইকারী আটক

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) উপজেলা সংবাদদাতা

গত মঙ্গলবার সকালে উপজেলা সদরের কৃষিব্যাংক থেকে ২ মহিলা গ্রাহকের টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালাবার সময় স্থানীয় লোকজন ৪ ছিনতাইকারী আরশেদ আলী, সিরাজ, আক্কেল আলী ও জামাল হোসেন কে ট্যাক্সিক্যাব সহ আটক করে। এ সময় তাদের কাছ থেকে ছিনতাইকৃত বিপুল পরিমান টাকা পুলিশ উদ্ধার করেছে। পুলিশ তাদের বহনকরা ক্যাবটি আটক ও তাদের কাছে থাকা টাকা উদ্ধার করে। এ ব্যাপারে কালিয়াকৈর মামলা হয়েছে।

রামুর টুইটটেইঙ্গা ব্রিজের দু'পাশে রাস্তা ও গাইডওয়াল নেই

রামু (কক্সবাজার) উপজেলা সংবাদদাতা

কক্সবাজারের রামু উপজেলার রাজারকুল ইউনিয়নের চিরঅবহেলিত অথচ সম্ভাবনাময়ী ৪টি গ্রামের নাম কাটালিয়া, চৌকিদারপাড়া, ছাগলিয়াকাটা ও নাপিতের গুনা। গ্রামগুলোর যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম টুইটটেইঙ্গাছড়ার ব্রিজটির কারণে হাজার হাজার জনসাধারণের যাতায়াতে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে। সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, গ্রামবাসীর যাতায়াত সমস্যা সমাধানকল্পে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের থোক বরাদ্দ থেকে প্রায় ৬৫ হাজার টাকা ব্যয়ে টুইটটেইঙ্গা ছড়ার ওপর প্রায় ১০ ফুট লম্বা এই ব্রিজটি গত ২ বছর পূর্বে নির্মাণ করা হয়। ব্রিজটি দায়সারাভাবে নির্মাণ করা হলেও পার্শ্বে মাটি ভরাটের কোন প্রয়োজন মনে করেনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। ব্রিজের দু'পার্শ্বে কোন রাস্তা নেই বললে চলে। গ্রামের বয়োবৃদ্ধ অনিল বড়ুয়া, আহমদ হোছন জানান, ব্রিজটি নির্মাণের ফলে পথচারীদের দুর্ভোগ আরো বেড়ে চলেছে। এ ব্যাপারে রামু এলজিইডি'র উপ-সহকারী প্রকৌশলী হাবুজ উদ্দিন বলেন, ব্রিজের দু'পার্শ্বে গাইডওয়াল ও মাটি দেয়ার জন্য এডিপি'র অধীনে টাকা বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু কেন কাজ চলছে না তিনি তা জানেন না বলে জানান। এদিকে গ্রামবাসীর অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও উদাসীনতায় ব্রিজটির এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে না। এতে করে একদিকে যেমনিভাবে জনসাধারণের যাতায়াতে দুর্ভোগের শেষ নেই, অপরদিকে এলাকায়

উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বাজারজাতকরণে চরম অসুবিধা দেখা দিয়েছে।

গৌরীপুরে দরিদ্র মানুষের আশার আলো ডা: মুকতাদির চক্ষু হাসপাতাল

মোঃ শামসুল আলম খান/বেগ ফারুক

দুঃস্থ, অসহায় ও হত দরিদ্র মানুষের জন্য আশার আলো হয়ে দাঁড়িয়েছে ডা. মুকতাদির চক্ষু হাসপাতাল। গরীব ও অসহায় মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবার ব্রত নিয়ে গত ৪ বছর ধরে এ চক্ষু হাসপাতালটি হয়ে উঠছে গৌরীপুরের অসহায়দের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে। ৩ মাস পর পর এ চক্ষু হাসপাতালে ৩ দিনব্যাপী ফ্রি অপারেশন ক্যাম্প স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করে। গত রোববার ৩ দিনব্যাপী ফ্রি অপারেশন ক্যাম্পের ছিল শেষ দিন। শেষ দিনে এ চক্ষু হাসপাতালে ভিড় ছিল লক্ষ্যণীয়। আশে পাশের সব গ্রামের মানুষ বুকাইনগরের এ চক্ষু হাসপাতালটিকে এখন চিনে এক নামে। আর এ চক্ষু হাসপাতালটির প্রতিষ্ঠাতা ও স্বাপ্নিক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক প্রফেসর ডা. এ.কে.এম.মুকতাদিরকে চিনেন একজন মহৎপ্রাণ, মিষ্টভাষী ও গরীবের বন্ধু হিসেবে। গত রোববার সকালে সরেজমিনে গৌরীপুরের ডা. মুকতাদির চক্ষু হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, স্বল্পমূল্যে ১০০ রোগীকে চক্ষু অপারেশনের সুবিধা দেয়া হচ্ছে। চক্ষু হাসপাতালের কর্ণধার ডা. মুকতাদির তাদের সার্বক্ষণিক খোঁজ নিচ্ছেন। এ সময় চক্ষু অপারেশনের সুবিধা নিতে আসা কয়েকজন রোগী জানান, 'ঢাকার হাসপাতালগুলোতে চক্ষু অপারেশন করার মত সুযোগ কিংবা সামর্থ্য আমাদের নেই। সেখানে গিয়ে অপারেশনের খরচের সাথে থাকা-খাওয়ার খরচ তো আছেই। তাই মুকতাদির চক্ষু হাসপাতাল আজ আমাদের শেষ ভরসাস্থল। এখানে আমরা কম খরচে চক্ষু অপারেশনের সুবিধা নিতে পারছি। আর এ সব অসম্ভবকে সম্ভব করে দিয়েছেন মহৎ হৃদয়ের অধিকারী ডা. মুকতাদির ভাই'। ডা. মুকতাদির চক্ষু হাসপাতালের শুরুটা ২০০৪ সালে। গৌরীপুরের বুকাইনগরের নয়াপাড়ার এক নিভৃত পল্লীতে। এর আগে তিনি এ গৌরীপুরেই ফ্রি অপারেশন ক্যাম্প স্থাপন করে ভাগ্য পীড়িত গরীব অসহায়দের চিকিৎসা সেবা দিতেন। এ চক্ষু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পেছনে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক ডা. মুকতাদিরের চিন্তায় রয়েছে এক ধরনের বিশালতা। অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করে তিনি যখন এ গরীব, অসহায়দের চিকিৎসা সহায়তা দিতেন, তখনই তিনি চিন্তা করেন এদের জন্য প্রয়োজন স্থায়ী এক হাসপাতাল, চক্ষু হাসপাতাল। যে হাসপাতালে গরীব, দুঃস্থ, অসহায় ও স্বামী পরিত্যক্তারা তাদের চোখের কম খরচে ও বিনামূল্যে অস্ত্রোপচার করতে পারবে। যাদের চোখে আলো নেই, তাদের চোখে আলো ফিরিয়ে দিতে তাই তিনি স্থাপন করেন ডা. মুকতাদির চক্ষু হাসপাতাল। আগে যা ছিল তার আজন্ম সাধনা, আজ তা সার্থক হয়েছে। গত রোববার ফ্রি অপারেশন ক্যাম্প চলার ফাঁকে এ প্রতিনিধিকে জানান, ডাঃ মুকতাদির চক্ষু হাসপাতালে প্রতি ৩ মাস অন্তর শুক্রবার ফ্রি অপারেশন ক্যাম্প চালু করা হবে। গত শুক্রবার থেকে এর যাত্রা শুরু হয়েছে। এ ক্যাম্পের মাধ্যমে বছরে ৪ শতাধিক রোগীর সফল অস্ত্রোপচার করা হবে। গত শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া ৩ দিনব্যাপী বিনামূল্যে চক্ষু অপারেশন ক্যাম্পের মাধ্যমে ১০০ রোগীকে সেবা দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আমি এ চক্ষু হাসপাতালটিকে একটি আইডিয়াল হাসপাতালে পরিণত করতে চাই। যাতে করে দেশের বাইরে থেকেও মানুষজন ছুটে আসবে এ চক্ষু হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা নিতে।

আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে মাছ রফতানী বিষয়ে সমঝোতা

আখাউড়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) উপজেলা সংবাদদাতা

আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে আগামী শনিবার থেকে ভারতে মাছ রপ্তানী শুরু হবে। গত মঙ্গলবার বাংলাদেশ ও আগরতলা (ভারত) আমদানী রপ্তানীকারক এসোসিয়েশনের মধ্যে মাছ রফতানীর বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে। জানা গেছে, গত শনিবার থেকে উভয় দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে আর্থিক লেনদেনের বিষয় নিয়ে মাছ রপ্তানী

বন্ধ করে দেয় বাংলাদেশী ব্যবসায়ীরা। এদিকে চারদিন বন্ধ থাকার পর গত মঙ্গলবার সকাল ১১টায় আখাউড়া স্থলবন্দর আমদানী-রপ্তানীকারক এসোসিয়েশন ও আগরতলা আমদানী-রপ্তানীকারক এসোসিয়েশনের মধ্যে নোম্যান্সল্যান্ডে একটি বৈঠক হয়। বৈঠকে আগরতলা এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক হাবুল বিশ্বাস-এর নেতৃত্বে একটি দল উপস্থিত ছিল। আখাউড়া স্থলবন্দর আমদানী-রপ্তানীকারক এসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ শফিকুল ইসলাম জানান, ভারতীয় ব্যবসায়ীরা রপ্তানীকৃত মাছের বিল যথাসময়ে পরিশোধ করার আশ্বাস দিয়েছে। ২৬ ও ২৮ মার্চ সরকারী ছুটি থাকায় আগামী শনিবার থেকে মাছ রপ্তানী শুরু করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে। জানা গেছে, এ বন্দর দিয়ে চুক্তিভিত্তিক (কনট্রাক্ট বেসিস) মাছ রপ্তানী করা হয়। নিয়ম অনুসারে মাছ রপ্তানীর ১৫ দিনের মধ্যে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা মাছের মূল্য হিসেবে বিল পরিশোধ করবেন। কিন্তু ব্যবসায়ীরা বিল প্রেরণে গড়িমসি করে মাসের পর মাস বিল আটকে রাখেন। কাস্টমস সূত্রে জানা যায়, এ বন্দর দিয়ে প্রতিদিন আনুমানিক ২০ লাখ টাকার মাছ রপ্তানী হয়ে থাকে।

সাদামাকড় পোকার আক্রমণ

খুলনাঞ্চলে নারিকেলের ফলন ২০ শতাংশ হ্রাস

আবু হেনা মুক্তি

বৃহত্তর খুলনার ঐতিহ্যবাহী অর্থকরী ফল নারিকেল এখন সাদামাকড় নামক এক পোকার আক্রমণে আক্রান্ত। এ অঞ্চলের মানুষের অতি সুস্বাদু ও প্রয়োজনীয় নারিকেল গাছের ফলনে ঘাটতি দেখা দেয়ায় চরম উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে। কৃষি বিভাগ বলছে, গত ২ বছরে খুলনাঞ্চলে নারিকেলের ফলন ২০ শতাংশ কমে গেছে। এজন্য লবণাক্ততাকেও দায়ী করেছেন সংশ্লিষ্টরা। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ সূত্রে বলা হয়েছে, উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততায় আধিক্য বৃদ্ধি, লোনা পানিতে গ্রামাঞ্চলে চিংড়ি চাষ, মাসের পর মাস জমিতে লবণ পানি তুলে বন্ধ করে রাখা এবং সাদামাকড় নামক এক ধরনের পোকার আক্রমণে বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী ফলজ ও অর্থকরী বৃক্ষ নারিকেল আজ বিপন্ন প্রায়। অন্যান্য কারণের চেয়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা মাকড় পোকার আক্রমণকে বেশী প্রাধান্য দিচ্ছেন। এর ফলে নারিকেলের ফলন যেমন কমে যাচ্ছে। মাকড় পোকার নারিকেল গাছের মজ্জা বা মাথি খেয়ে ফেলায় যা ফলছে তার আকারও ছোট হয়ে আসছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের নারিকেল গাছে এই সমস্যা বেশী দেখা দিয়েছে। কচি ডাবের বোঁটায় কাছ থেকে খোসা বা খোলের ওপর বাদামী দাগ পড়ছে। দাগ ধীরে ধীরে খোলের ওপর দিয়ে নিচের দিকে নামছে, এমনকি সে দাগ ফলের ওপর দিয়ে খানিকটা জায়গা বাদামি করে ঘিরে ফেলছে। নারিকেল ভাঙার পর দেখা যাচ্ছে খোলে এসব দাগ বেশ শক্ত, দেখলে মনে হবে কেউ যেন আঁচড় কেটেছে। এসব ফাটা স্থান দিয়ে লালচে আঁচড় কেটেছে। এসব ফাটা স্থান দিয়ে লালচে রঙের আঠার মতো তরল পদার্থ বের হচ্ছে। ক্ষতের মতো চিহ্নও সৃষ্টি হচ্ছে। যেসব ডাবে এই ধরনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, সেসব নারিকেল আকারেও ছোট হচ্ছে। খুব কচি থাকলে অংকুরেই তা ঝরে যাচ্ছে। নারিকেলের এই নতুন উপসর্গকে ঘিরে শহর গ্রাম নতুন ধরনের গুজবের জন্ম হয়েছে। বলা হচ্ছে, মোবাইল ফোনের টাওয়ার বসানো হয়েছে তাই নারিকেল গাছ আক্রান্ত হচ্ছে। কিন্তু কৃষিবিদরা এ ধরনের ধ্যান ধারণাকে নিছক গুজব বলে আখ্যা দিয়েছেন। গ্রামেগঞ্জে নারিকেলের এই সমস্যাকে বলা হচ্ছে, 'মোবাইল সমস্যা' কেননা চাষীরা আগে কখনই এ ধরনের সমস্যার মুখ পড়েনি। তাদের ধারণা, নারিকেল গাছ উঁচু বলে মোবাইল টাওয়ার নিসৃত রেডিয়েশনের কারণে সমস্যা হচ্ছে। এলাকার বর্ষীয়ানরা বলছেন, তাদের জীবদ্দশায় নারিকেলের এই মাকড় পোকার আক্রমণের কথা কখনই শোনেনি। গত একযুগে এ অঞ্চলের নারিকেলের ফলন পর্যায়ক্রমে ৩ থেকে ৭ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। যা বিগত দিনে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা প্রতিবছর ৫ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রামবাসীর রাত কাটে নৌচোর আতংকে

গাইবান্ধা জেলা সংবাদদাতা

গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার সাঘাটা সদর ইউনিয়নের অন্তর্গত সাতালিয়া গ্রাম। গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় ৬০০ জন। দক্ষিণ ও পূর্বদিকে যমুনা নদী। পশ্চিম-উত্তরে ব্রহ্মপুত্র বাঁধ। মাঝখানে সাতালিয়া গ্রাম। নদী ভাঙ্গনে বেশীরভাগ লোকই নিঃস্ব। অনেকের আবাদী জমিও বিলীন হয়েছে। অবশিষ্ট জমিতে ভুট্টা ও মরিচ চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন গ্রামবাসী। রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাটবাজারে, বিদ্যুৎ নেই। নেই নদীভাঙ্গা মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা। সব সমস্যা ছাপিয়ে নৌচোরের দৌরাত্ম্য এখন গ্রামবাসীর কাছে প্রধান সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। সাংসারিক অভাব-অনটনের চিন্তায় দিন কেটে গেলেও রাতে তারা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারেন না। কারণ নৌচোরের ভয়ে তাদের আতংকে থাকতে হয়। এদিকে যমুনার ভাঙ্গনে পাল্টে গেছে গ্রামের দৃশ্যপট। সরেজমিন দেখা গেছে, গ্রামের ঘরবাড়ী এলোমেলো। ভাঙ্গনে বারবার স্থানান্তর করায় এই অবস্থা। গাছপালা নেই বললেই চলে। গ্রামের দক্ষিণ ও পূর্বে পানি। পানি পেরিয়ে ধুধু বালুচর। সামান্য বাতাসে বালুঝড় বয়। গ্রামের লোকজন ন্যূনতম নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বিশেষত গ্রামে কোন হাটবাজার নেই। লোকজনকে ৩ কিঃমিঃ দূরে সাঘাটা হাটে যেতে হয়। হাটে যাওয়ার রাস্তা নেই। জমির আইল, বাড়ীর উঠোন ব্যবহার করে যেতে হয় হাটে। বন্যা ও বর্ষার সময় নৌকা দিয়ে পারাপার হতে হয়। তাই গ্রামের লোকজন সপ্তাহে একদিন হাটবাজার করেন। গ্রামে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নেই। নেই প্রয়োজনীয় নলকূপ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা। এখনও মানুষ নদীর তীরে প্রকৃতির কাজ সেরে নিচ্ছে। খাওয়া ও সাংসারিক কাজে ব্যবহার করছে নদীর পানি।

মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে সহায়তা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সংবাদদাতা

গত মঙ্গলবার সকালে ১২২ জন অসচ্ছল ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পরিষদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। এ উপলক্ষে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বেনজামিন হেমরমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিরাজুল হক খান। জেলা পরিষদ নগদ টাকা হিসাবে ৪৩ জনকে ৭০০ টাকা এবং ৭৯ জনকে ৬০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

শাবিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রদর্শনী

শাবি সংবাদদাতা

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবি) গত মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রদর্শনী। সাংস্কৃতিক সংগঠন মাভৈঃ-এর উদ্যোগে গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী ভবনের সামনে তিন দিনব্যাপী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান ডঃ মুহাম্মদ জাফর ইকবাল। ২৭ মার্চ বিকেল ৫টা পর্যন্ত এ প্রদর্শনী চলবে।

খুলনায় গৃহবধূ হত্যা

খুলনা ব্যুরো

খুলনা মহানগরীর ইকবালনগর রোডের একটি বাড়ীতে সন্ত্রাসীরা দিনে-দুপুরে সকিনা হাবীব (৫০) নামে এক গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে। হত্যার পর সন্ত্রাসীরা বেবিট্যাক্সিযোগে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়। পূর্ব শত্রুতার জের ধরে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। খুলনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাকির হোসেন জানান, দুপুর ১টার দিকে ইকবালনগর গার্লস স্কুলের সামনে ৪৪ নং একতলা বাড়ীতে সন্ত্রাসীরা পরনের শাড়ি দিয়ে সকিনা বেগমকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ওই সময় বাড়ীতে রংয়ের কাজে নিয়োজিত রং মিস্ত্রি জাকির হোসেন পুলিশকে জানিয়েছে, একটি বেবিট্যাক্সিযোগে ৪ জন অজ্ঞাত

যুবক বাড়ীতে প্রবেশ করে হত্যাকাণ্ড ঘটায়।

কিশোরগঞ্জে বাণিজ্য মেলা শুরু

কিশোরগঞ্জ জেলা সংবাদদাতা

কিশোরগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে গত মঙ্গলবার থেকে কিশোরগঞ্জের নতুন স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে মাসব্যাপী শিল্প ও বাণিজ্য মেলা।